পূজার ছুটির কথা।*

বিশ্ব-নিয়ন্তার চিরন্তন প্রথা শিরে ধারণ করিয়া ঐ দেখুন আবার শরৎকালের পূর্ব্বাভাস আমাদের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা শিহরণ ও স্পন্দন যাহা বহুকাল হইতেই মায়ের আগমনের পূর্ব্বক্ষণে হৃদয়ে জাগিয়া আসিতেছে তাহাও অনেকটা অনুভব করিতেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব ও চিন্তা করিতেছি,—দেশের কথা দশের কথা ও বিশেষ করিয়া, আমার সেই দীন গ্রামের কথা।

ভ্রাতৃগণ, আজ মহামায়ার আগমনে, প্রভাতী সুরমুগ্ধ হইয়া, প্রবাসী তুমি—বিরহী তুমি ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছ তোমার সেই পিতৃ-পিতামহের কুটীরখানিতে, হৃদয় শুধুই চাহিতেছে মাতার চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইতে ও স্নেহের ভাইভগ্নীদিগকে স্নেহের চুম্বনে পুলক-আকুল করিতে; কিন্তু ভাই যেখানে যাইতেছ সেখানে আজ হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে। আজ তোমার সোনার বাঙ্গলার সকলেই দুঃস্থ, বিপন্ন, আজ তাহাদের কাতর ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ; বস্ত্রাভাবে, তোমার মায়ের মত, বোনের মত, স্ত্রীর মত যাহারা, তাহারা লজ্জানিবারণ করিতে পারিতেছে না। আর তুমি হে বঙ্গযুবক, হে উচ্চজ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত, হে পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের দেশবাসী—তুমি তাহাদিগের মুখ চাহিবে না? তাহাদের লজ্জানিবারণের চেষ্টা করিবে না? তুমি কি শুধুই চাহিতেছ এই সুদীর্ঘ বন্ধ হেলায় কাটাইয়া দিতে, কৌতুক-তামাসায় মগ্ন থাকিতে কিংবা কেবলই চাহিতেছ সেই চির-অভ্যস্ত Term, Mood, Oxygen, Hydrogen, Milton, Macaulay ইত্যাদি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে? হে বঙ্গীয় যুবক, তোমার দেশই যদি ছারখার হইয়া গেল, তবে তুমি Graduate হইয়া করিবে কি? আর Graduateদের অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখিতেছি, একটা Private tuitionএর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান ও অবশেষে Law পড়িয়া হাইতলায় বসা কিম্বা ১৫৲ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীগিরি করা! এই ত

---

* 'The best way of spending the Puja Vacation'—
বঙ্গবাসী কলেজ এসোসিয়েসানের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

দেশের অবস্থা। হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কি আজও আমাদের দেশের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিব না? আজও কি আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিবে না? ধন্য ভবিষ্যদ্দর্শী স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়! তিনি সত্যই সে দিন বলিয়াছিলেন "আমাকে যদি এক ঘণ্টার জন্য Dictatorএর ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আমি Law College ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলি।" যাহা হউক, ভ্রাতৃগণ, আমি আমার এ নগণ্য রচনায় লিখি নাই যে কি করিয়া রুটিন করিতে হইবে, কত ঘণ্টা পড়িতে হইবে, হাত-মুখ ধোয়া হইতে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া শোয়া পর্য্যন্ত কি প্রকারের রুটিন দরকার ইত্যাদি—যদি কেহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমি তাহাতে দুঃখিত নই। আমি আসিয়াছি আজ আমার দেশের দৈন্যের কথা, দুঃখের কথা আপনাদিগের সমক্ষে জ্ঞাপন করিতে ও আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে।

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন আমরা সেই এক মায়েরই সন্তান, শুধু অবস্থানুসারে ও কর্ম্মফলে আমাদের এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এক জন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়িত ও আর একজন তুচ্ছ তৃণশয্যায় নিদ্রিত। মনে করুন আপনার কোন ভাই যদি মুর্খ হয়, তবে আপনি কি তাহার যত্ন করেন না? অবশ্যই করেন। তবে আজ কেন আপনাদের এই গরীব ভ্রাতাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন না? কেন তাহাদের দুঃখাপনোদনের চেষ্টা যথাসাধ্য করিবেন না? ঐ যে শিশু অন্নাভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, ঐ যে কর্ম্মঠ যুবক আজ খাদ্যাভাবে তাহার সেই দীর্ঘ সবল বাহুতে বল পাইতেছে না, ঐ যে রুগ্ন আজ পথ্যাভাবে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত, ঐ যে তোমার মাতৃসদৃশ কৃষকবধূগণ লজ্জায় জীর্ণবসনে আজ গৃহের বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, অন্নাভাবে হৃদয়ের ধন নয়নের মণি পুত্রকে মৃত্যুর ক্রোড়ে তুলিয়া দিতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি হে বাঙ্গালী, হে অমৃতের সন্তান, হে পর দুঃখে দুঃখী আমার ভাই হিন্দু-মুসলমানগণ, হে বিদ্যাসাগর ও মহসীনের স্বজাতীয়গণ, আপনাদের কি দয়া হয় না? সেই দুঃখকষ্ট জর্জ্জরিত মুখগুলি চিন্তা করিয়া আপনাদের কি মুখে অন্ন তুলিতে প্রবৃত্তি হয়?

হে বন্ধুগণ, আমি বলি, আসুন আমরা প্রতাপের মত আবার কঠোর প্রতিজ্ঞা করি, যতদিন না তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারি ততদিন আমরা বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিব, যতদূর পারি দুঃখীর সাহায্য করিয়া বেড়াইব। যাহা না খাইলে নয় না পরিলে নয় তাহাই খাইব তাহাই পরিব। ধনীর দ্বারে অকুণ্ঠিত চিত্তে হাত পাতিব'—*"Bankura people dying, what is that to me" বলা সত্ত্বেও তাহাদিগকে বুঝাইব, শুনাইব সেই দুঃখের কাহিনী সেই অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ, বস্ত্রাভাবে কৃষকবধূর দুর্দ্দশা।

যাহা হউক, বন্ধুগণ, আজ এই সভা হইতে প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া যা'ন, যে 'এই ছুটীতে দেশের অবস্থা ফিরাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, ধনী ধন দান করিয়া আর অর্থহীন শারীরিক পরিশ্রম করিয়া'। প্রতিজ্ঞা করুন যে 'আমি ধনীর দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব, দুঃখীর অশ্রুনীর নিজহস্তে মুছিয়া দিব,— ব্যথিতের ব্যথা ঘুচাইব—রুগ্ণের সাহায্য করিব'। যদি পারি তবেই আমরা মনুষ্যনামের উপযুক্ত, আর যদি না পারি তবে আমরা স্বার্থপর হৃদয়হীন, সমাজের কলঙ্ক ও জগতের আবর্জ্জনা।

আর মনে করুন যে মহামায়ার আগমন আজ হইতেছে তাঁহার আগমন ধনীর গৃহে জাঁকজমকে, পশুবলিদানে হয় না। তাঁহার প্রকৃত আগমন হইবে আমার ঐ দুঃখী ভ্রাতাদের—ঘরে—ঘরে—তাহাদের ঐ "পর্ণকুটীর মাঝে।"

তাই বলি—বন্ধুগণ,—

আজি—জাগ, জাগ বিশ্বমাঝে।

নন্দিত কর, হৃদয় তব—;

পুণ্য মায়ের কাজে।

চাহ—হৃদয়ের প্রতি কন্দরে,

শোন—বাজিছে মধুরছন্দ'রে,

দেখ—বিশ্বমাতার অন্দরে,

মায়ের মূরতি রাজে।

---

* জনৈক জমিদার কয়েক জন সাহায্যপ্রার্থীদের নিকট এই উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাদের অপরাধ তাহারা Relief Fundএর জন্য কিছু প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল।

ও যে—দরিদ্রের ঐ পর্ণ কুটী,
স্নিগ্ধালোকে উঠল্ ফুটি,
যাওরে যা পড়গে লুটি,
ঐ পর্ণকুটীর-মাঝে ;
হোথা আজ মুগ্ধ করি সে দৈন্য-আলয়
মায়ের নূপুর বাজে।
আজ—মান অপমান ফেলরে ধুয়ে ;
আজ সবে ভাই ভাই,
কোন ভেদ নাই,
আজ দাঁড়া এসে বুক ফুলিয়ে দরিদ্রের ঐ পূণ্যালয়ে,
আজ—ভায়ের অশ্রু ফেলরে মুছে,
বল্ "দুঃখ তোদের গেছে ঘুচে,"
তাদের—হাত ধরে নে' আদর-ভরে
যা মেতে যা মায়ের কাজে।

শ্রীহেমন্তকুমার সেন গুপ্ত,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, B শাখা।

আগমনী।

(শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত)

(ভৈরবী—একতালা)

শরতের রাণী এসেছে জননী—
লহ লহ তায় বরিয়ে !
বরষের পরে এসেছে ভারতে
এস সবে ত্বরা করিয়ে ॥
মায়ের কণ্ঠে সেফালি-মালিকা,
হাসিছে হরষে দিগবালিকা,—
প্রকৃতি রেখেছে সাজায়ে বাটিকা
পবন চামর ধরিয়ে ॥